আকাশ পাতাল

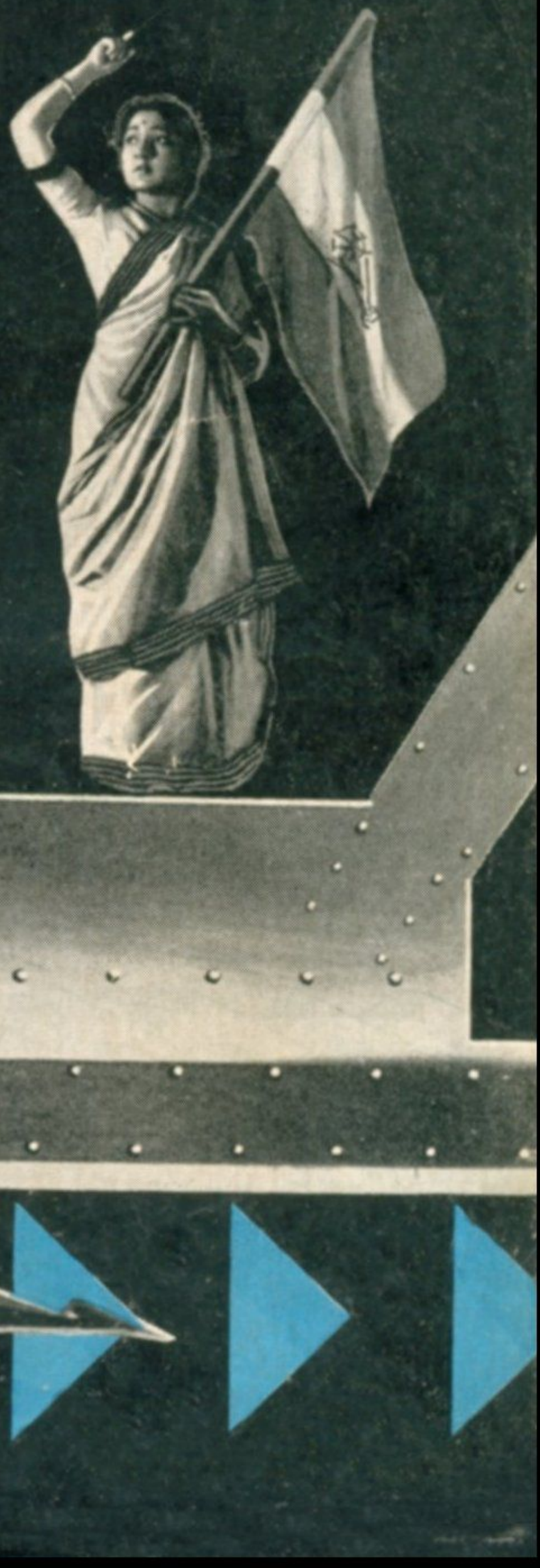

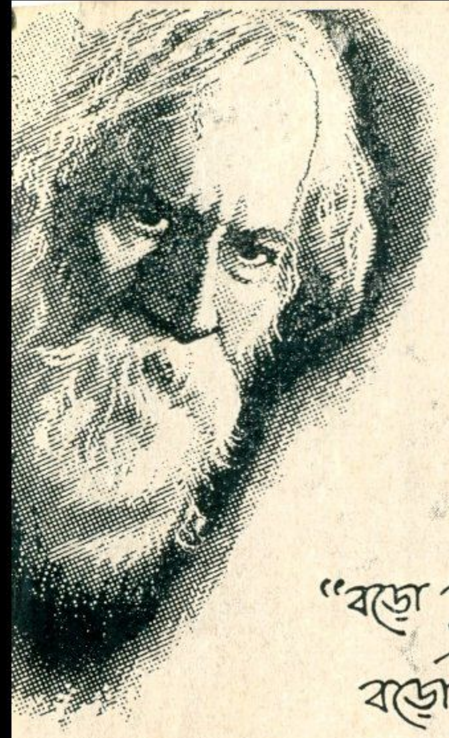

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা– সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দারিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

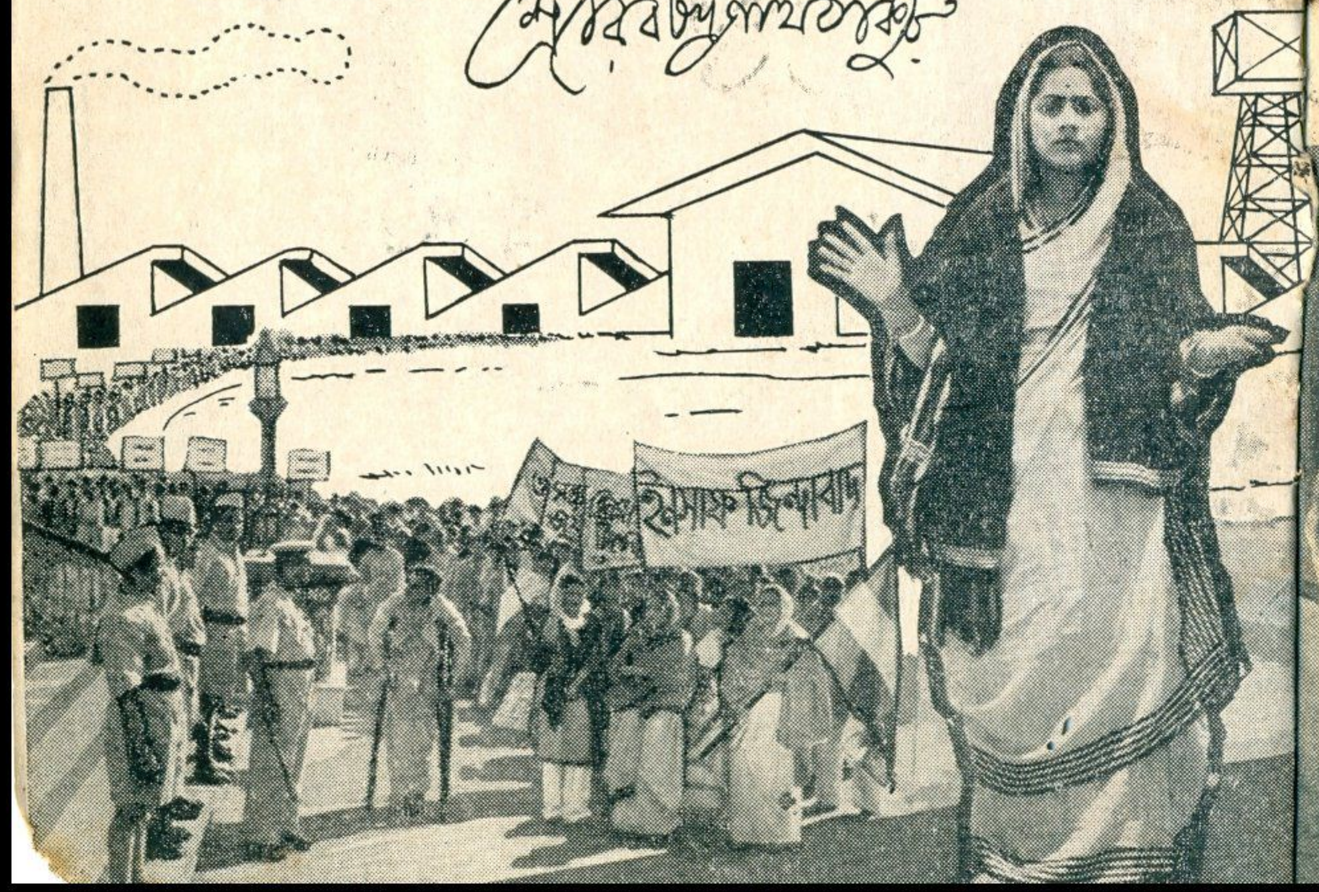

গল্পাংশ

চৌধুরীনগরের এক কোণে বাবুপল্লী। এই পাড়াতে লুকিয়ে মদের ব্যবসা করে লোকেন। সে কর্তাদের দালাল। বাবুরা বেরিয়ে গেলেই পাড়ায় এসে ব্যবসার হিসেব করে, আর মেয়েদের স্নানের সময় কলতলার ধারে বসে কুৎসিত দৃস্টি দেয়।

বাবুদের কাণে কথাটা তুলেও যখন ওর কুৎসিত ব্যবহারের কোন বিহিত হালনা, তখন মেয়েরা গেল টাইম-বৌ রমার পরামর্শ চাইতে। সে বুদ্ধি করে এমন ব্যবস্থা করলো যে লোকেন পালাতে পথ পায় না। কথাটা উঠল কর্তাদের কাণে। রমার উপর রাগে গর্জাতে গর্জাতে ম্যানেজার হুকুম দিলেন, রি করে যখন হচ্ছে না, তখন প্রকাশ্যভাবেই হোক্।

দেখতে দেখতে পাড়ার মধ্যে মদের দোকান গড়ে উঠল। আর সেই দোকানে মদ খেয়ে একদিন রাত্রে লেজারবাবু ফনী তার বৌ সন্ধ্যাকে লাথি মেরে খুণ করলো।

সন্ধ্যা মরল, কিন্তু নূতন প্রাণ দিয়ে গেল রমাকে। রমা ঠিক করলো, মেয়েদের নিয়ে ও মদের দোকানে যাবে দোকানটা তুলে দেবার আবেদন নিয়ে। সবাই হাসল, কিন্তু রমা আদর্শে অটল। আবেদন যদি আন্তরিক হয়, তবে সেটা ব্যর্থ হবার নয়। লোকেনও কথাটা প্রথম হেসেই উড়িয়ে

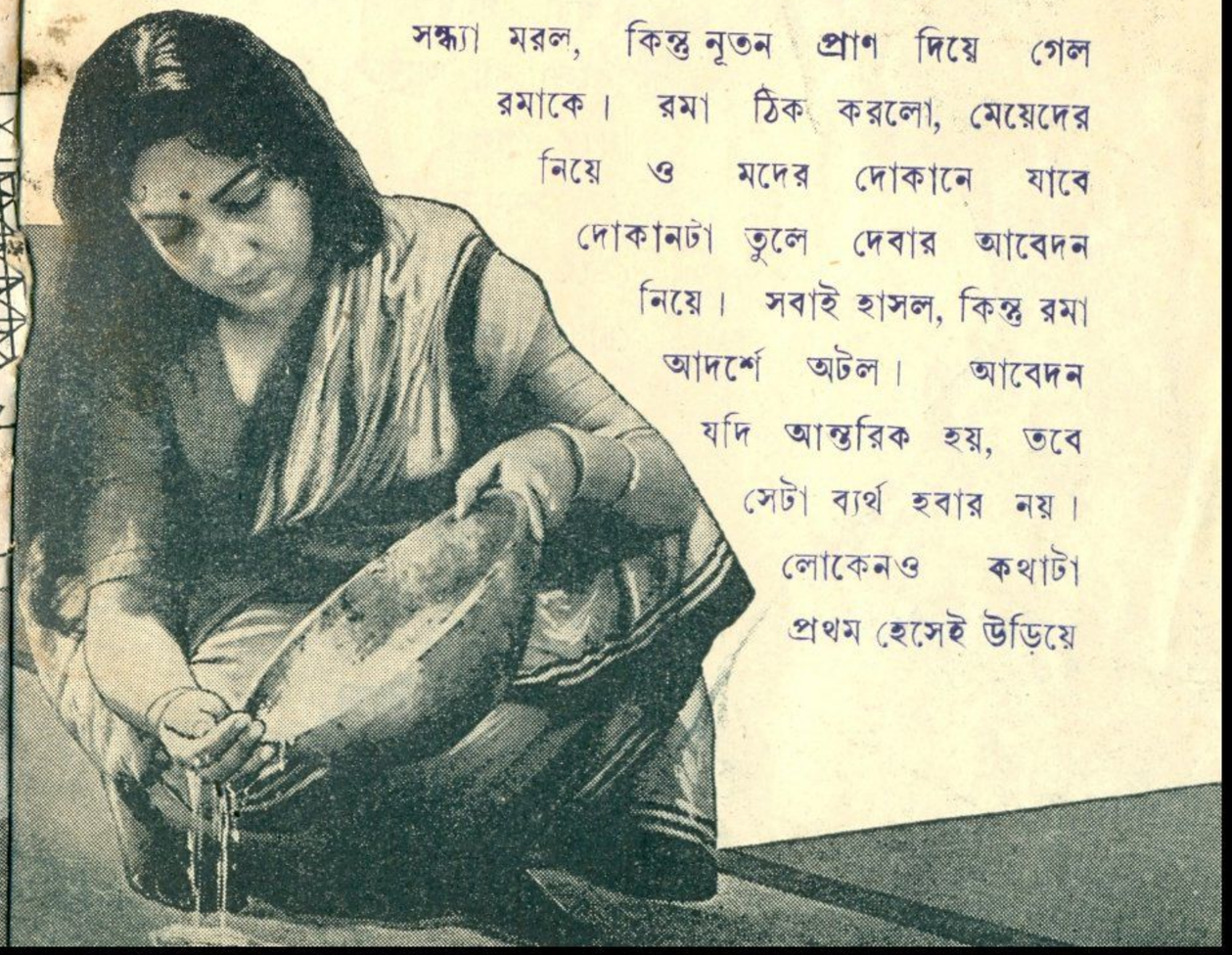

দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার তাকে মানতেই হল। কর্তাদের হুমকি আর জঘন্যতম চক্রান্তও রমার আদর্শের কাছে মাথা নত করলো।

* * *

রাতারাতি রমা হয়ে উঠল ইস্পাত নগরের শীর্ষস্থানীয়াদের মধ্যে অন্যতমা। তার পাঁচ বছরের চেষ্টায় সহরের রূপ বদলালো। বড় স্কুল, নতুন হাসপাতাল, পরিষ্কার বস্তি, ভালো বাজার। ও চেয়ে গেল, কর্তারাও দিয়ে গেলেন।

বিরোধ বাঁধলো যখন ও গেল মাইনে বাড়াবার দাবী নিয়ে। কর্তারা বুঝলেন দাবীটা রমার নয়, ইউনিয়নের দাবা খেলা। এইবার রাজী হলে আর রক্ষে নেই। চক্রান্ত করে, মিথ্যে অভিনয় করে এবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে খোদ কর্তা প্রশান্ত চৌধুরী সময় নিলেন দু' বছর। রমা বুঝলো না, আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

সময় মাত্র দু' বছর, তার মধ্যে রমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হবে। প্রশান্ত চৌধুরী ক্ষেপে উঠলেন। ভাঙনের বীজ ছড়ালেন ওর সংসারে। দু' বছরের মধ্যে সারা সহরে কালিবাবুর ঘুষ নেবার ইতিহাস আর প্রতিমার কলঙ্কের কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো ঝড়ের মুখে আগুনের মতন।

সারা শহর জানল রমাই টাকা রোজগার করছে স্বামীকে সামনে রেখে।

দু' বছর পূর্ণ হ'ল। সুযোগ বুঝে প্রশান্ত চৌধুরী ঠিক করলেন, ফ্যাক্টরীর দায়িত্ব দেবেন ছলেকে। যেদিন উৎসব তার আগের দিন রাত্রে নি এলেন রমার কাছে। রমাকে তার স্বামীর ষ নেওয়ার সম্পুর্ণ স্বীকারোক্তি টেপ্-রেকর্ডারে নিয়ে বললেন সকালের আগে শহর ছেড়ে লে যেতে। যদি না যায় তা'হলে ঘুষ ওয়া এবং ফ্যাক্টরীর তহবিল থেকে কা আত্মসাৎ করার অপরাধে কম করে র সাত বছরের জেল হবে। আর য়ের ভবিষ্যত পুরোপুরি ভাঙবে মিতের সঙ্গে তার বিয়ের স্তাব নাকচ করিয়ে, যে য়ে কখনোই হবে না।

রমা—বসে পড়ল। কদিকে তার সাধনা, দিকে তার স্বামী, র সন্তান, তার সার॥

কোন পথে যাবে ?

গান

1960

হায় এই সহরের রাস্তায় একটু দেখে চলো আস্তে
এক্কা টাট্টু ছোটে রিক্সা পেছনে মোটর গাড়ী
আসতে
জরা আস্তে—
ঘুরপাক চারি দিক ঘুরছে পথ দেখে পথ চলো
সাবধান—
ঘুর্ণি হাওয়ার মত উড়ছে ঐ দৈত্য দানব এসে নেবে
জান
হাতের মুঠোয় করে প্রাণটা হ্যাখো কতদিন পার
বাঁচতে
একটু দেখে চলো আস্তে
হায় এই সহরের রাস্তায়